

কাফির

মো: জামিলুল বাসার

শরিয়ত সাধারণতঃ অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাফির বলে গণ্য করে। মূলতঃ আরবী ‘কাফির’ অর্থ: গোপনকারী, আবৃতকারী, বিলোপকারী, অকৃতজ্ঞ; অতঃপর হিংসুক, অহংকারী, বর্বর, আহম্বক, মুর্থ, বিদ্রোহী, সত্য লঙ্ঘন বা প্রত্যাক্ষাণকারী, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এক বা একাধিক দোষ সম্পন্ন ব্যক্তিকেই কাফির বলে কোরানের পাতায় পাতায় বর্ণিত আছে। ইহুদি খৃষ্টাদের নামোল্লেখ করে কোরানের কোথাও সামগ্রিকভাবে ‘কাফির’ বলে ঘোষণা করা হয়নি, যেমন:

১. মিনহু মুল মোমিনীনা -- ফাছেক্বীন। [৩: ইমরান-১১০] অর্থ: তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মোমীন আছে কিন্তু অধিকাংশই সত্যত্যাগী।
২. লাইছু ছাওয়াআন -- ইয়াসজুদুন। [৩: ইমরান-১১৩] অর্থ: তারা সকলে এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে বিচলিত একদল আছে; তারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং সিজদা করে।

৩. অল্লাজীনা ক্বালু -- রুহবানান। [৫: মায়েদা-৮২] অর্থ: -- যারা বলে আমরা খৃষ্টান, মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি মুমিনদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসাবে পাবে।

কিন্তু শিয়া-ছুন্নীগণ কোরানের সামগ্রিক বা মূল দর্শন গোপন রেখে বরং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই স্ব জ্ঞানে, স্বেচ্ছায় কতিপয় এবং আংশিক আয়াত পূর্জি করে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সরাসরি কাফের ফতোয়া প্রচার-প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র মুসলিম জাতিকে বিভ্রান্ত করেছে; এবং জঘন্য উস্কানী দিয়ে আজ ১৪শ বৎসর যাবত আপন দল-উপদলসহ বিশ্বময় অরাজগতা, অশান্তি (গায়রিল ইসলাম) জিইয়ে রেখেছে; তবে অন্য জাতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত রয়েছে বটে।

শরিয়ত যে সমস্ত আয়াতের স্বার্থবাদী ও অদূরদর্শি ব্যাখ্যার অনুসরণে অন্যদের কাফের বলে সেই সমস্ত ব্যাখ্যা ও ফতোয়ার বিরুদ্ধে দু’বছরের অধিককাল যাবৎ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বর্ণিত কোরানিক যুক্তি প্রমানের ভিত্তিতে আজকের আমরা মোসলমান নামধারী জাতিই তুলনায় শ্রেষ্ঠ কাফের, বরং তার চেয়েও জঘন্য ‘মোনফেক’ এবং তা খণ্ডন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। শরিয়ত যাদেরকে সামগ্রিকভাবে কাফির বলে, কোরান তাদের সম্বন্ধে কি বলে তা একটু আগেই আংশিক বর্ণিত হয়েছে; অতঃপর আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দেখুন:

হযরত মুছার অনুসারীদের সম্বন্ধে:

১. ইয়া বনী ইস্রাইলা! -- আলামিন। [২: বাকার-৪৭] অর্থ: হে ইস্রাইল জাতি! -- এবং তোমাদিগকে বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

হযরত ঈছার অনুসারীদের সম্বন্ধে:

২. অজালুল্লাজিনা -- কেয়ামাতে। [৩: ইমরান-৫৫] অর্থ: -- আর তোমার (ঈছার) অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিয়েছি --।

হযরত মুহাম্মদের অনুসারীদের সম্বন্ধে:

৩. কুনতুম খাইরা উম্মাতান --। [৩: ইমরান-১১০] অর্থ: তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি --।

৪. অ কাজালিকা -- উম্মাতান। [২: বাকার-১৪৩] অর্থ: -- তোমরা এক মধ্যমপন্থী জাতি --।

বিশ্বের হাজার বছরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে আয়াতগুলির সত্যতা যে কেউ স্বীকার করতে বাধ্য। উল্লেখিত ২ নং আয়াতের বিরুদ্ধে শরিয়ত ফতোয়া দিচ্ছে যে, ‘হযরত মুহাম্মদের আবির্ভাবের পরে মুসলিমগণই হযরত ঈছার প্রকৃত অনুসারী। খৃষ্টানগণ বর্তমানে ঈছার প্রকৃত অনুসারী নহেন।’ [দ্র: কোরান বঙ্গানুবাদ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন; ফুট নোট নং-২৫৭]

হযরত মুহাম্মদের আবির্ভাবের পর মুসলিমগণ ইব্রাহিম, দাউদ, মুছার অনুসারী কি না! বা ইহুদিগণ মুছার নকল অনুসারী কি না! তা ফুটনোটে উল্লেখ নেই।

মূলতঃ অতীতের সকল নবীগণ ‘সত্য নবী ছিলেন, কিন্তু তাদেরকে মানতে হবে না! অনুসারী হতে হবে না!’ এমন ফতোয়া শরিয়ত জোর গলায় হাজার বছরের অধিককাল যাবৎ প্রচার প্রতিষ্ঠা করেছে; তাছাড়া হযরত মুহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত ‘মোসলেম’ তার মৃত্যুর মোটামুটি ৩০/৩৫ বৎসর পরেই বিলীণ হয়ে ‘মোসলমান, খারেজী, শিয়া, ছুনী ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কেতাবের ফুটনোটে ইমামদের লেখা ফতোয়াটি শিরকের জ্বলন্ত প্রমাণ।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নামের অসংখ্য দল-উপদলগুলি কোরান তথা হযরত মোহাম্মদসহ সকল নবীদের মৌখিকভাবে স্বীকার করলেও বাস্তবিক পক্ষে বোখারী, মোসলেম, মিজা গোলাম আহম্মদ, গণ খুণী মওদুদীগণের অন্ধ অনুসারী হয়ে কথিত কাফেরদের চেয়েও নাপাক, নিকৃষ্ট ‘মোনাফেক’ সাব্যস্ত হয়ে আছেন যা কোরানের পাতায় পাতায় সাক্ষ্য বহন করে। বিষয়টি চতুর কথিত নায়েবে রাছুলগণ ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন এবং জবাবদিহিতার ভয় আছে বলেই ‘মৃত্যুর পূর্বে একবার মাত্র এক কলেমা পড়তে পারলেই জীবনের যাবতীয় অন্যায় অপরাধ ক্ষয় হয়ে বেহেস্ত নির্ধাৎ’ এই কোরান বিরুদ্ধ ফতোয়াটি বলবৎ করে রেখেছেন।

মূলতঃ ইহুদি, ছাবেঈন, খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, হিন্দু ইত্যাদি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে একক আল্লাতে বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, সৎ পরিশ্রমী, ন্যায়বাদী, ধৈর্যশীল, শান্তিবাদী তারাই প্রকৃত মোসলেম, মমিন। [দ্রঃ ২: বাকারা-৬২; ৩: ইমরান-৬৯; ৯৮: বাঈয়েনা-৭]।

পূর্ব উল্লেখিত ১ থেকে ৪ নং আয়াতে ‘তোমরা’ বলতে সামগ্রিকভাবে জন্মগত, জাতিগত মোসলমান, শিয়া-ছুনী, দাড়ি-টুপি, পৈতা-ক্রস; ইহুদি, খৃষ্টান প্রভৃতি বুঝে নেয়ার তিল পরিমাণ সুযোগ-সমর্থন কোরানে নেই।

*